বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা
www.bfiu.org.bd

বিএফআইইউ সার্কুলার নং-২৮ তারিখঃ ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ / ৩০ মে ২০২৩

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা জারীকরণ প্রসঙ্গে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এবং আইন দুটির আওতায় জারীকৃত বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি পরিপালনে বাংলাদেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুসরণীয় নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩(১)(ঘ) এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৫(১)(ঘ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জারি করা হলো :

১। পরিপালন কাঠামো :

১.১ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা :

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মানদন্ড, দেশে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনাবলির সমন্বয়ে প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের একটি নিজস্ব নীতিমালা থাকবে; যা তাদের পরিচালনা পর্ষদ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুমোদন করবে। উক্ত নীতিমালা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতিতে আনবে ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান সময় সময় নীতিমালাটি পর্যালোচনা করবে ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশোধন/পরিমার্জন করবে।

১.২ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অঙ্গীকার ঘোষণা :

(ক) প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ, সর্বোচ্চ নির্বাহী এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে উপর্যুক্ত আইন ও বিধিমালায় বর্ণিত তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক পরিপালন ব্যবস্থা জোরদার করার বিষয়ে সচেষ্ট থাকবেন ।

(খ) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বার্ষিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সুস্পষ্ট ও কার্যকর অঙ্গীকার ঘোষণা করবেন; অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং পরিপালনীয় বিষয়াদির সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন।

১.৩ কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট (Central Compliance Unit) :

(১) প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে একজন "ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার" নেতৃত্বে প্রধান কার্যালয়ে একটি 'কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট' (Central Compliance Unit) প্রতিষ্ঠা করবে; আলোচ্য ইউনিট সরাসরি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'র নিকট রিপোর্ট করবে। উল্লিখিত 'ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা' প্রধান মানিলন্ডারিং

প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (Chief Anti-Money Laundering Compliance Officer-CAMLCO) নামে অভিহিত হবেন। এক্ষেত্রে 'ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা'র পদমর্যাদা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ৩ (তিন) ধাপের নীচে হবে না। তবে বিদেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উক্ত "ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা'কে অবশ্যই সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কমিটির (Management Committee) সদস্য হতে হবে। প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা পরিবর্তন হলে অবিলম্বে বিএফআইইউ এর ওয়েবসাইটে Compliance Officer Portal এর মাধ্যমে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদ করতে হবে। কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটে উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (Deputy Chief Anti-Money Laundering Compliance Officer- DCAMLCO) হিসেবে উপযুক্ত কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদান করা যাবে।

(২) প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার ন্যূনতম ৭ (সাত) বছরের ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, তন্মধ্যে কমপক্ষে ৩ (তিন) বছর ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে কর্মরত হতে হবে। উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা (ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে) থাকতে হবে।

(৩) প্রধান এবং উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনাবলি ও এতদ্বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানদন্ডসমূহের উপর সম্যক ধারণা থাকতে হবে। উক্ত কর্মকর্তাদেরকে প্রতিষ্ঠানের অন্য কোনো দায়িত্ব অর্পণের পূর্বে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত হতে হবে যে এর ফলে প্রতিষ্ঠানটির মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম বিঘ্নিত হবে না। প্রধান এবং উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা সম্পর্কিত তথ্যাদি (পরিশিষ্ট-"ক") প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে লিখিতভাবে বিএফআইইউ-কে অবহিত করতে হবে।

(৪) প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজ প্রতিষ্ঠানের আকার, ব্যাপ্তি, কার্যক্রম, গ্রাহকের সংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটে উপযুক্ত সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করবে। কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক দুটি ইউনিট বা বিভাগ হিসেবে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদন করবে।

(৫) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল ও কর্মসূচি নির্ধারণ করবে এবং সময় সময় তা পর্যালোচনা করবে। কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কর্মসূচির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

(৬) কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গৃহীত পদক্ষেপ, এ বিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে (জানুয়ারি- জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর) প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীর অবগতি ও নির্দেশনার জন্য দাখিল করবে। উক্ত প্রতিবেদনে এ সার্কুলারের ৮.৩(১) এ বর্ণিত বিষয়সমূহসহ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিএফআইইউ কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকলে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রধান নির্বাহীর নির্দেশনা ও মতামতসহ প্রতিবেদনটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ বা সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং প্রতিবেদনটির একটি কপি সংশ্লিষ্ট ষাণ্মাসিক শেষ হওয়ার ২ (দুই) মাসের মধ্যে বিএফআইইউ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

(৭) কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট নিম্নে উল্লিখিত ১.৪ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা মোতাবেক শাখা পর্যায়ে পরিপালন কর্মকর্তা মনোনয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কর্মকর্তাকে মনোনয়নপূর্বক মনোনীত কর্মকর্তাকে তার দায়িত্বসমূহ লিখিতভাবে অবহিত করবে।

(৮) কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট শাখাসমূহের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনাবলি জারি করবে; যাতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে গ্রাহক পরিচিতি গ্রহণ, লেনদেন মনিটরিং ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য পরিপালনীয় নীতি ও পদ্ধতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে ।

(৯) মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এ উল্লিখিত সম্পৃক্ত অপরাধ সম্পর্কিত কোন সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে উক্ত কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত কোন ব্যক্তি বা সত্তার কোনো হিসাব/আমানত/ঋণ পরিচালিত হয়ে থাকলে এ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট কর্তৃক অবিলম্বে বিএফআইইউ বরাবরে প্রেরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

(১০) কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট বছরে ন্যূনতম ৪ (চার) টি সভা আয়োজন করবে। উক্ত সভায় তারা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালনের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

১.৪ শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা :

(১) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ এর নির্দেশনাবলি এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শাখায় একজন অভিজ্ঞ শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (Branch Anti-Money Laundering Compliance Officer- BAMLCO) মনোনীত করবে।

(২) শাখার অভিজ্ঞ কোনো উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা হিসেবে মনোনীত করতে হবে। উল্লেখ্য, শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার ন্যূনতম ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ এর সকল নির্দেশনা এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালার বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার মনোনয়নপত্রে তার কর্মপরিধি এবং দায় দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত কর্মকর্তাকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা শাখার অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সভা করবেন এবং উক্ত সভায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহসহ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা এবং বিএফআইইউ এর অন্যান্য নির্দেশনার পরিপালন পর্যালোচনাপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন :

- গ্রাহক পরিচিতি;
- লেনদেন পরিবীক্ষণ;
- সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ ও রিপোর্টিং;
- স্থানীয় Sanction List সহ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশনসমূহের বাস্তবায়ন;
- সেল্‌ফ অ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- রেকর্ড সংরক্ষণ;
- প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

শাখা পরিপালন কর্মকর্তা ত্রৈমাসিক সভার কার্যবিবরণী কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট বরাবরে প্রেরণ করবেন।

২। গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালা :

গ্রাহক নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে; যা প্রতিষ্ঠানের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত ঝুঁকি প্রতিরোধ সংক্রান্ত মূল নীতিমালার অংশ হতে পারে। উক্ত নীতিমালায় অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে :

(১) বেনামে, ছদ্মনামে বা কেবল সংখ্যাযুক্ত কোনো গ্রাহকের হিসাব খোলা বা পরিচালনা করা যাবে না;

(২) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের[১] আওতায় সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত[২] কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার কোনো হিসাব খোলা যাবে না বা পরিচালনা করা যাবে না; এবং

(৩) এ বিষয়ে বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণীয় হবে।

৩। গ্রাহক পরিচিতি, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ও অন্যান্য :

৩.১ গ্রাহকের সংজ্ঞা :

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গ্রাহক বলতে নিম্নোক্ত ব্যক্তি বা সত্তাকে বুঝাবে :

(১) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে হিসাব সংরক্ষণ করে বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে এমন যে কোনো ব্যক্তি বা সত্তা;

(২) হিসাব বা ব্যবসায়িক সম্পর্কের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner[৩]) ; প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যার পক্ষে হিসাব পরিচালিত হয়;

(৩) বিদ্যমান আইনি কাঠামোর আওতায় কোনো হিসাবধারী, ট্রাস্ট বা লেনদেনের প্রকৃত সুবিধাভোগীর হিসাব পরিচালনার জন্য নিযুক্ত কোনো পেশাদার মধ্যস্থতাকারী (আইনজীবী, আইন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ইত্যাদি);

(৪) কোনো ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক একক লেনদেনে সংঘটিত অধিক মূল্যের[৪] Occasional Transaction বা প্রতিষ্ঠানের সুনাম এবং অন্য কোনো ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে এমন আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সত্তা; এবং

(৫) বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি বা সত্তা ।

৩.২ গ্রাহক পরিচিতি (Know Your Customer-KYC) :

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গ্রাহকের পরিচিতি গ্রহণ ও যাচাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াবলির পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে :

---

[১] জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তা বলতে সন্ত্রাস বিরোধী বিধিমালা, ২০১৩ এর ২ (ছ) নং বিধিতে সংজ্ঞায়িত রেজুলেশনের আওতায় তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তাকে বুঝাবে। এই তালিকাসমূহ https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information ওয়েবলিংক হতে সংগ্রহ করা যাবে।

[২] বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তা বলতে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৮ নম্বর ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সময় সময় সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা তফসিলভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তাকে বুঝাবে। উল্লিখিত তালিকা https://www.bfiu.org.bd//pdf/local_sanction_list_bangla.pdf ওয়েবলিংক হতে সংগ্রহ করা যাবে।

[৩] Beneficial owner refers to the natural person(s) who ultimately owns or controls a customer and/or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted. It also includes those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement. Reference to "ultimately owns or controls" and "ultimate effective control" refer to situations in which ownership/control is exercised through a chain of ownership or by means of control other than direct control.

[৪] Note: It is required to conduct CDD of settlor, trustee, protector or any person with similar status or any beneficiary or class of beneficiaries who have hold effective control on trust, in case of identification of beneficial ownership of a legal arrangement. এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা/পেশা/প্রোফাইলের নিরিখে স্বাভাবিক লেনদেনের তুলনায় কোনো লেনদেন অস্বাভাবিক প্রতীয়মান হলে তা 'অধিক মূল্যের বলে বিবেচিত হবে।

(১) গ্রাহকের পরিচিতির পূর্ণাঙ্গ[৫] ও সঠিক[৬] তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। আর্থিক খাত যাতে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকির সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গ্রাহক কর্তৃক হিসাব খোলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত তথ্য বা উপাত্ত যাচাই প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে হবে। উল্লেখ্য, এরূপ পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য গ্রহণ বা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক বিবেচনায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বা সহায়তা গ্রহণ করা যাবে ।

(২) আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সুবিধাজনক বিবেচনায়, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত Guidelines on Electronic Know Your Customer (e-KYC) এ বর্ণিত আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বা সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। যে ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে হিসাব খোলা সম্ভব হবে না সে ক্ষেত্রে হার্ড কপি হিসাব খোলার ফরম ব্যবহার করা যাবে।

(৩) যদি গ্রাহকের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি হিসাব পরিচালনা করে সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিনা তা নিশ্চিত হয়ে তার পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে ।

(৪) ট্রাস্টি ও পেশাদার মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক গ্রাহকের পক্ষে পরিচালিত হিসাবের ক্ষেত্রে তাদের আইনগত অবস্থান পর্যালোচনা ও তার যথার্থতা নিরূপণপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

৩.৩ গ্রাহক সম্পর্কিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Customer Due Diligence-CDD) :

গ্রাহক সম্পর্কিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বা CDD বলতে নির্ভরযোগ্য ও স্বাধীন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত ও দলিলাদির ভিত্তিতে গ্রাহকের পরিচিতি নিশ্চিতকরণ, সংগৃহীত পরিচিতিমূলক তথ্য বা উপাত্তের সঠিকতা এবং অর্থের উৎস যাচাইকরণসহ হিসাবের পরিচিতিমূলক তথ্য বা উপাত্ত ও লেনদেন নিয়মিতভাবে (On-going) পরিবীক্ষণ করাকে বুঝাবে। উল্লেখ্য যে, গ্রাহকের যথাযথ পরিচিতি গ্রহণ ও যাচাইকরণ (KYC), CDD প্রক্রিয়ার একটি অংশ।

(১) গ্রাহক সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি বিবেচনায় নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন পর্যায়ে CDD সম্পাদন করতে হবে-

(ক) গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সময়;

(খ) বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত লেনদেনের (অনিয়মিত এক বা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক লেনদেনের মাধ্যমে) মাত্রার অধিক লেনদেনের সময়;

(গ) কোনো লেনদেন মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অথায়ন সংশ্লিষ্ট বলে সন্দেহ হলে;

(ঘ) যখন সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ থাকবে যে (ইতোপূর্বে গ্রাহকের পরিচিতির নিমিত্ত যে তথ্য বা দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে তা পর্যাপ্ত বা সঠিক নয়; এবং

(ঙ) কোনো লেনদেন মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের সাথে জড়িত মর্মে সন্দেহে CDD সম্পাদনের ক্ষেত্রে তথ্যের গোপনীয়তা ফাঁস (Tipping Off) হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে CDD সম্পাদন না করেই সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

(২) গ্রাহকের পরিচিতি এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রত্যেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের সন্তুষ্টি[৭] সাপেক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করবে। উল্লেখ্য, আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত আলোচ্য CDD কার্যক্রম নিয়মিতভাবে (On-going) পর্যালোচনা করতে হবে।

---

[৫] "পূর্ণাঙ্গ (complete)" বলতে হিসাবের আবেদনকারী/হিসাবধারী গ্রাহকের পরিচিতি যাচাইকল্পে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যের সন্নিবেশকে বুঝাবে।

[৬] "সঠিক (Accurate)" বলতে পূর্ণাঙ্গ এরূপ তথ্যকে বুঝাবে যার সঠিকতা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে যাচাই করা হয়েছে।

[৭] "আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে" বলতে বিদ্যমান নির্দেশনার আলোকে গ্রাহকের ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত ও দলিলাদি সংগ্রহপূর্বক CDD সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করাকে বুঝাবে ।

(৩) প্রতিটি হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) শনাক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে স্বাধীন ও নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নোক্তভাবে হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগীর পরিচিতি নিশ্চিত করতে হবে :

(ক) যদি কোনো গ্রাহক অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে হিসাব পরিচালনা করে, সে ক্ষেত্রে গ্রাহক ছাড়াও উক্ত ব্যক্তির পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(খ) আপাতদৃষ্টিতে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো গ্রাহককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ/প্রভাবিত করে সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(গ) কোম্পানির ক্ষেত্রে হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগীর পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে; এক্ষেত্রে, যিনি/যাদের উক্ত কোম্পানির উপর নিয়ন্ত্রণযোগ্য স্বার্থ (Controlling/ownership interest [৮]) রয়েছে, তিনি/তারা হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী বলে বিবেচিত হবেন;

(ঘ) উপর্যুক্ত খ-গ দফার নির্দেশনা পূরণকল্পে কোনো ব্যক্তি (Natural Person) চিহ্নিত করা সম্ভব না হলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে; এবং

(ঙ) হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী নির্ধারণ ও তদ্‌প্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত Guidelines on Beneficial Ownership এ বর্ণিত বিষয়াবলী অনুসরণ করা যাবে।

৩.৪ CDD সংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা :

(১) প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহক পরিচিতি এবং CDD যথাযথভাবে সম্পাদনপূর্বক তথ্য ও দলিলাদি সংরক্ষণ করবে;

(২) আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রাহকের KYC সম্পাদনের নিমিত্ত পরিশিষ্ট-"খ" এ সংযুক্ত নমুনা KYC ফরম ব্যবহারকালে কোন ক্রমেই তা হিসাব খোলার ফরমের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না বা গ্রাহক কর্তৃক পূরণীয় হবে না;

(৩) একই আর্থিক প্রতিষ্ঠানে একই গ্রাহকের একাধিক হিসাব পরিচালিত হলে গ্রাহক পরিচিতির পুনরাবৃত্তি পরিহার ও লেনদেন মনিটরিং এর সুবিধার্থে আর্থিক প্রতিষ্ঠান উক্ত গ্রাহকের জন্য একটি Unique Customer Identification Code (UCIC) বরাদ্দ করবে। উক্ত UCIC গ্রাহক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রাহককে প্রদত্ত সকল প্রকার সেবা চিহ্নিতকরণ (track) এবং পূর্ণাঙ্গভাবে আর্থিক লেনদেন পরীক্ষণের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে;

(৪) KYC প্রক্রিয়ায় গ্রাহক সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যসমূহ হালনাগাদকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া । এক্ষেত্রে, হিসাব খোলার ফরমে উল্লিখিত মানদণ্ডের আলোকে নিরূপিত নিম্ন ঝুঁকি সম্পন্ন গ্রাহকের ক্ষেত্রে ০৫ (পাঁচ) বছর এবং উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন গ্রাহকের ক্ষেত্রে ০১ (এক) বছর পর পর হালনাগাদকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। গ্রাহকের পরিচিতিমূলক তথ্যের যে কোনো পরিবর্তন[৯] অবগত হওয়ার সাথে সাথেই তা হালনাগাদ করতে হবে। এছাড়া নির্দিষ্ট কোনো প্রয়োজন অনুভূত হলে যে কোনোসময়েই গ্রাহকের পরিচিতিমূলক তথ্য হালনাগাদ করা যাবে। হালনাগাদকৃত তথ্যের ভিত্তিতে পুনরায় অবিলম্বে এসব হিসাবের ঝুঁকি নির্ণয় করতে হবে;

(৫) এপ্রিল ৩০, ২০০২ তারিখের পূর্বে খোলা যে সকল হিসাবের KYC প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি সে সকল হিসাব 'সুপ্ত" (Dormant) হিসেবে চিহ্নিত হবে। সুপ্ত হিসেবে চিহ্নিত এ সকল হিসাবে শুধুমাত্র অর্থ জমা করা যাবে কিন্তু উত্তোলন করা যাবে না। তবে গ্রাহক কর্তৃক শাখা ব্যবস্থাপকের নিকট লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত গ্রাহকের KYC প্রক্রিয়া সম্পন্ন সাপেক্ষে গ্রাহক হিসাবটিতে স্বাভাবিক লেনদেন সম্পাদন করতে পারবেন। কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট এরূপ সুপ্ত হিসাবের তথ্য সংরক্ষণ করবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক রীতি-নীতির বাইরে কোনো হিসাব বন্ধ করবে না ; এবং

---

[৮] A controlling ownership interest depends on the ownership structure of the company. It may be based on a threshold, e.g. any person owning more than a certain percentage of the company (e.g. 20%).

[৯] পরিবর্তন বলতে গ্রাহকের পেশা/ব্যবসায়ের পরিবর্তন, মালিকানার পরিবর্তন, লেনদেনের প্যাটার্ন পরিবর্তন, মিডিয়া রিপোর্ট ইত্যাদি বিষয়কে বিবেচনা করতে হবে।

(৬) কোনো বিদেশি বা অনিবাসী বাংলাদেশিদের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে Foreign Exchange Regulation Act, 1947 এর বিধানাবলি ও এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবে।

৩.৫ CDD সম্পাদন করা সম্ভব না হলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের করণীয় :

গ্রাহকের অসহযোগিতাপূর্ণ আচরণের কারণে অথবা গ্রাহকের বিষয়ে সংগৃহীত তথ্য/উপাত্ত নির্ভরযোগ্য না হলে অর্থাৎ গ্রাহক পরিচিতির সন্তোষজনক তথ্য প্রাপ্তি এবং তা যাচাই সাপেক্ষে CDD সম্পাদন করা সম্ভব না হলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে :

(১) আর্থিক প্রতিষ্ঠান উক্তরূপ গ্রাহকের হিসাব খুলবে না/ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করবে না/লেনদেন করবে না অথবা প্রয়োজনে বিদ্যমান ব্যবসায়িক সম্পর্ক বাতিল করবে;
(২) বিদ্যমান এরূপ হিসাব বন্ধ করার ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং হিসাব বন্ধ করার পূর্বে হিসাব বন্ধকরণের কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক গ্রাহককে নোটিশ প্রদান করতে হবে;
(৩) শাখা উপর্যুক্ত হিসাব না খোলা বা বন্ধ করা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণপূর্বক কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটে প্রেরণ করবে। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট এসব তথ্য অন্যান্য সকল শাখার অবগতিতে নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; এবং
(৪) ক্ষেত্রমত, এরূপ গ্রাহক/সম্ভাব্য গ্রাহক/প্রত্যাখাত ব্যক্তি বা সত্তার বিষয়ে সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

৩.৬ গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Enhanced Due Diligence - EDD) :

আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরূপিত উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন (High Risk) গ্রাহকের ক্ষেত্রে নিম্নরূপে গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বা EDD গ্রহণ করতে হবে :

(১) নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য উৎস (Independent and reliable sources) থেকে গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে;
(২) হিসাব খোলার উদ্দেশ্য, হিসাবের অর্থ বা সম্পদের উৎস জানার জন্য অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণ; এবং
(৪) হিসাবের লেনদেন নিয়মিতভাবে অধিকতর তদারকি করতে হবে।

৩.৭ Politically Exposed Persons (PEPs) এর ক্ষেত্রে করণীয় :

PEPs[১০] এর হিসাব খোলা ও পরিচালনায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, এ সার্কুলারের (৩.২)-(৩.৪) নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রযোজ্য নির্দেশনা অনুসরণের পাশাপাশি নিম্নে বর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে :

(১) আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে তাদের গ্রাহক বা হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী PEPs কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি গ্রহণ (যেমনঃ উন্মুক্ত তথ্যের উৎস, বিভিন্ন ডাটাবেজ ব্যবহার ইত্যাদি) করতে হবে;
(২) PEPs এর সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন বা বিদ্যমান সম্পর্ক অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার অনুমোদন নিতে হবে;
(৩) এছাড়াও এ সার্কুলারের ৩.৬ অনুচ্ছেদের (১) হতে (৪) এ বর্ণিত গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং

[১০] Politically Exposed Persons (PEPs) বলতে "individuals who are or have been entrusted with prominent public functions by a foreign country, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials" কে বুঝাবে ।

(৪) PEPs এর পরিবারের সদস্য ও তাদের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ব্যক্তির (close associates) ক্ষেত্রেও উল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ প্রযোজ্য হবে। এ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত PEPs হিসেবে কোনো মধ্যম বা অধঃস্তন (Middle ranking or more junior individuals) পর্যায়ের ব্যক্তি বিবেচিত হবেন না।

৩.৮ প্রভাবশালী ব্যক্তির (Influential Persons) ক্ষেত্রে করণীয় :

কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির (Influential Persons: IPs)[১১] হিসাব উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন হিসেবে চিহ্নিত হলে তা খোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে এ সার্কুলারের ৩.৬ অনুচ্ছেদের (১) হতে (৪) এ বর্ণিত যাবতীয় নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

৩.৯ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার ক্ষেত্রে করণীয় :

কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার[১২] হিসাব উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন হিসেবে চিহ্নিত হলে তা খোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে এ সার্কুলারের ৩.৬ অনুচ্ছেদের (১) হতে (৪) এ বর্ণিত যাবতীয় নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

৩.১০ সশরীরে অনুপস্থিত বা দূরবর্তী গ্রাহকের (Non-face-to-face customer) ক্ষেত্রে করণীয় :

আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের সশরীরে অনুপস্থিত গ্রাহককে[১৩] সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকি নিরসনের নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়ন করবে এবং সময় সময় তা পর্যালোচনা করবে।

৩.১১ নতুন সেবা বা প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে করণীয় (New Service or Technology) :

আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নতুন সেবা, প্রযুক্তি নির্ভর নতুন কোনো সেবা বা পদ্ধতি (যেমন- ইন্টারনেটের মাধ্যমে লেনদেন, ইলেকট্রনিক কার্ড ইত্যাদি) প্রচলন বা প্রচলিত সেবা বা পদ্ধতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে উক্ত সেবা বা পদ্ধতির মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকি চিহ্নিত করবে, তার মাত্রা নিরূপণ করবে এবং এরূপ সেবা বা পদ্ধতি হতে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য, আলোচ্য ব্যবস্থাদি নতুনরূপে উদ্ভাবিত সেবা বা পদ্ধতির প্রচলন বা উন্নয়নকৃত সেবা বা পদ্ধতির প্রচলনের পূর্বেই গ্রহণ করতে হবে।

৩.১২ গোপনীয়তা রক্ষা :

সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম সনাক্তকরণ বা রিপোর্ট করার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বিষয়টির কঠোর গোপনীয়তা নিশ্চিত করবেন। অন্যথায় বিষয়টি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, ধারা ৬(৩) এর আওতায় শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। বিভিন্ন সময়ে বিএফআইইউ কর্তৃক যাচিত সংবেদনশীল তথ্যের যথাযথ গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩.১৩ অন্যান্য নির্দেশনা :

(১) আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনো গ্রাহককে Previlege সুবিধা প্রদান করার ক্ষেত্রে CDD সংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা অনুসরণের পাশাপাশি গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

---

[১১] প্রভাবশালী ব্যক্তি বলতে "individuals who are or have been entrusted domestically with prominent public functions, for example Head of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials" কে বুঝাবে।

[১২] আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা বলতে "persons who are or have been entrusted with a prominent function by an international organization refers to members of senior management, i.e. directors, deputy directors and members of the board or equivalent functions" কে বুঝাবে।

[১৩] সশরীরে অনুপস্থিত গ্রাহক বলতে ঐ সকল গ্রাহককে বুঝাবে যারা শাখায় সশরীরে উপস্থিত না হয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এজেন্টের মাধ্যমে বা নিজের পেশাদার প্রতিনিধির (আইনজীবী, অ্যাকাউন্টেন্ট ইত্যাদি) মাধ্যমে হিসাব খুলে থাকে এবং পরিচালনা করে থাকে।

(২) যেসব দেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক মান পূরণ করেনি বা তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি রয়েছে (যেমন: ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্স (FATF) এর High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action ও Jurisdictions under Increased Monitoring হিসেবে তালিকাভুক্ত দেশ[১৪]) সেসব দেশের কোনো ব্যক্তি বা সত্তার (আইনগত প্রতিনিধি, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ যে কোনো প্রতিষ্ঠান) সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখা এবং লেনদেন সম্পাদনের ক্ষেত্রে গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪। ঝুঁকিভিত্তিক ব্যবস্থা অনুসরণ (Risk-Based Approach) :

বিএফআইইউ কর্তৃক ইস্যুকৃত Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment Guidelines for Financial Institutions এর নির্দেশনা অনুসারে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান উহার ব্যবসায়ের প্রকৃতি, গ্রাহক, পণ্য বা সেবা, দেশ বা ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত নিজস্ব ঝুঁকি নিরূপণ করবে এবং তা বিএফআইইউ কর্তৃক Vetting পূর্বক ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করবে। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নিরূপিত ঝুঁকির আলোকে, প্রযোজ্য ডিউ ডিলিজেন্স কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৫। লেনদেন পরিবীক্ষণ (Transaction Monitoring) :

লেনদেন পরিবীক্ষণ সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় বিধায় প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অত্যন্ত সচেতনতা ও সতর্কতার সাথে গ্রাহকের লেনদেনসমূহ তদারকি করতে হবে। লেনদেন পরিবীক্ষণ এর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে :

(১) প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের লেনদেন নিয়মিত ম্যানুয়েল এবং/অথবা অটোমেটেড উপায়ে মনিটর করবে;

(২) সকল জটিল, অস্বাভাবিক এবং আপাতদৃষ্টিতে যে সকল লেনদেনের কোনো আর্থিক বা দৃষ্টিগ্রাহ্য বৈধ উদ্দেশ্য নেই এরূপ লেনদেন অধিকতর গুরুত্ব সহকারে মনিটর করতে হবে; এছাড়াও সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম শনাক্তকরণের নিমিত্ত বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত Guidance on Reporting Suspicious Transaction for the Reporting Organization এ বর্ণিত নির্দেশকসমূহ বিবেচ্য হবে;

(৩) লেনদেন পরিবীক্ষণ এর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, ধারা ২(ফ)(ঈ) এ বর্ণিত কার্যক্রম (Structuring) সংগঠিত হচ্ছে কিনা তা সনাক্তকরণে সচেষ্ট থাকবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, এ সার্কুলারে বর্ণিত অনুচ্ছেদ ৭ এর নির্দেশনা অনুসারে বিএফআইইউ তে সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন দাখিল করবে;

(৪) লেনদেন পরিবীক্ষণ এর ক্ষেত্রে সকল প্রকার ইলেকট্রনিক উপায়ে সংঘটিত লেনদেনসমূহও বিবেচনা করতে হবে; এবং

(৫) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংশ্লিষ্ট রেজুলেশন এবং যেসব দেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক মান পূরণ করেনি বা তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি রয়েছে এ সংক্রান্ত বিষয়াবলি বিবেচনায় নিতে হবে।

৬। নগদ লেনদেন প্রতিবেদন (Cash Transaction Report- CTR) :

বিএফআইইউ বরাবরে নগদ লেনদেন প্রতিবেদন দাখিল করার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নোক্ত বিষয়াবলি অনুসরণ করবে :

(১) প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান পূর্ববর্তী মাসের দৈনন্দিন লেনদেন পরীক্ষা করে কোনো একটি হিসাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনে এক বা একাধিক লেনদেনের মাধ্যমে জমা বা উত্তোলনের (অনলাইন, এটিএমসহ যে কোনো ধরনের নগদ জমা বা উত্তোলন) পরিমাণ যদি ১০(দশ) লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব অর্থের হয় তবে তা স্ব স্ব কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট এর মাধ্যমে

[১৪] https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html

মাসিক ভিত্তিতে বিএফআইইউ বরাবরে নগদ লেনদেন রিপোর্ট হিসেবে দাখিল করবে। এক্ষেত্রে নগদ লেনদেন বলতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হিসাবের অনুকূলে তাদের গ্রাহক বা তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত নগদ লেনদেনকে বোঝাবে ।

(২) প্রতি মাসের নগদ লেনদেন রিপোর্ট পরবর্তী মাসের ২১ তারিখের মধ্যে goAML web ব্যবহার করে goAML Manual[১৫] এর নির্দেশনা মোতাবেক দাখিল করতে হবে;

(৩) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোনো শাখায় এরূপ কোনো লেনদেন সংঘটিত না হলে শাখা হতে "নগদ লেনদেন প্রতিবেদন দাখিলযোগ্য কোনো লেনদেন নেই" মর্মে কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট-কে অবহিত করতে হবে। "নগদ লেনদেন প্রতিবেদন" দাখিলের সময় কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট এসকল শাখার একটি তালিকা "goAML Message Board" এর মাধ্যমে বিএফআইইউকে অবহিত করবে;

(৪) শাখা হতে নগদ লেনদেন প্রতিবেদন দাখিল করার পূর্বে লেনদেনসমূহ পর্যালোচনা করে কোনো সন্দেহজনক লেনদেন সংঘটিত হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করতে হবে ও সন্দেহজনক লেনদেন পরিলক্ষিত হলে পৃথকভাবে "সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন" হিসেবে কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট বরাবর দাখিল করতে হবে। সন্দেহজনক লেনদেন পরিলক্ষিত না হলে নগদ লেনদেন প্রতিবেদনের সাথে "সন্দেহজনক লেনদেন পাওয়া যায়নি " মর্মে কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটকে অবহিত করতে হবে;

(৫) প্রত্যেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান শাখার নগদ লেনদেন প্রতিবেদন মাসিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ সংক্রান্ত তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করা হলে, বিশেষ প্রয়োজনে (লেনদেন পরিবীক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল ইত্যাদি) তাতে শাখার প্রবেশাধিকার থাকতে হবে। এ সংক্রান্ত তথ্যাদি বিএফআইইউ এ দাখিলের মাস হতে কমপক্ষে ৫(পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করবে;

(৬) যেসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয়ভাবে দাখিলযোগ্য নগদ লেনদেন আহরণ করে, সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দাখিলযোগ্য সকল নগদ লেনদেন পর্যালোচনা করে কোনো সন্দেহজনক লেনদেন সংঘটিত হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করবে ও সন্দেহজনক লেনদেন পরিলক্ষিত হলে পৃথকভাবে "সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন" হিসেবে বিএফআইইউ বরাবর দাখিল করবে। সন্দেহজনক লেনদেন পরিলক্ষিত না হলে "সন্দেহজনক লেনদেন পাওয়া যায়নি " মর্মে প্রত্যয়ন পত্র মাসিক "নগদ লেনদেন প্রতিবেদন" দাখিলের সময় goAML Message Board এর মাধ্যমে বিএফআইইউকে অবহিত করবে; এবং

(৭) সরকারি হিসাব (বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার ও সরকারি বিভিন্ন বিভাগ), সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাবে নগদ জমার ক্ষেত্রে নগদ লেনদেন প্রতিবেদন দাখিল করার প্রয়োজন হবে না, তবে নগদ উত্তোলনের ক্ষেত্রে যথানিয়মে নগদ লেনদেন প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

৭। সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন (Suspicious Transaction Report-STR) :

বিএফআইইউ বরাবরে সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন দাখিল করার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নোক্ত বিষয়াবলি অনুসরণ করবে :

(১) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৫(১)(ঘ) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৬(১) ধারায় বর্ণিত বিধান বাস্তবায়নের নিমিত্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা গ্রাহকের দৈনন্দিন লেনদেন বা কার্যক্রমের সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে সচেতন ও সতর্ক থাকবেন;

[১৫] https://www.bb.org.bd/en/index.php/services/eservices ওয়েবলিংক হতে goAML সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় Document ডাউনলোড করা যাবে।

(২) সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২(য) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ২(১৬) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা বিবেচনা করবেন;

(৩) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখার কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে তা শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা রিপোর্টকৃত লেনদেন বা কার্যক্রম অবিলম্বে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করবেন এবং পর্যবেক্ষণসমূহ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করবেন। বর্ণিত লেনদেন বা কার্যক্রমটি সন্দেহজনক হিসেবে বিবেচিত হলে তা অবিলম্বে প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটে প্রেরণ করতে হবে;

(৪) কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট শাখা হতে প্রাপ্ত সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রমটি যথাযথভাবে ও প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত বা দলিলাদি সন্নিবেশিত করে দাখিল করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনাপূর্বক অবিলম্বে goAML web ব্যবহার করে এবং goAML Manual এর নির্দেশনা অনুসারে বিএফআইইউ বরাবর সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম প্রতিবেদন দাখিল করবে;

(৫) শাখা পর্যায়ে কোনো লেনদেন বা কার্যক্রম সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত না হলেও কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট কর্তৃক কোনো লেনদেন বা কার্যক্রম সন্দেহজনক প্রতীয়মান হলে তা সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন হিসেবে বিএফআইইউ বরাবর দাখিল করতে হবে; এবং

(৬) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন এর তথ্যাদি বিএফআইইউ কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করবে।

৮ । সেল্‌ফ অ্যাসেসমেন্ট ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং :

৮.১ শাখাসমূহের করণীয় :

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে একটি কার্যকর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত সেল্‌ফ অ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য উক্ত বিভাগটিতে এরূপ পর্যাপ্ত লোকবল নিশ্চিত করতে হবে যাদের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ এর নির্দেশনা এবং এ বিষয়ক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রয়েছে।

(১) প্রতিটি শাখা কর্তৃক সেল্‌ফ অ্যাসেসমেন্ট এর জন্য নির্ধারিত চেকলিস্ট (পরিশিষ্ট 'গ') এর উপর ভিত্তি করে ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে নিজেদের শাখার মূল্যায়ন করতে হবে;

(২) আলোচ্য মূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার পূর্বে শাখা ব্যবস্থাপকের সভাপতিত্বে শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করতে হবে। উক্ত সভায় শাখা মূল্যায়ন প্রতিবেদনের খসড়ার উপর আলোচনা করতে হবে, চিহ্নিত সমস্যা শাখা পর্যায়ে সমাধান করা সম্ভবপর না হলে শাখা কর্তৃক অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক চূড়ান্ত করতে হবে এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সুপারিশ লিপিবদ্ধ করতে হবে। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক পরবর্তী ত্রৈমাসিক সভাগুলোতে এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে; এবং

(৩) প্রতিটি ষাণ্মাসিককাল সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সেল্‌ফ অ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন, এ বিষয়ে শাখা কর্তৃক গৃহীত/গৃহীতব্য কার্যক্রমের বিবরণ ও সুপারিশসহ প্রধান কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ ও কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটে প্রেরণ করতে হবে

৮.২ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের করণীয় :

(১) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত সেল্‌ফ অ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন যাচাই করে কোনো শাখায় কোনো ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে শাখাটি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিষয়টি কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটকে অবহিত করতে হবে;

(২) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ তাদের নিজস্ব এবং নিয়মিত বার্ষিক পরিদর্শন/নিরীক্ষা কর্মসূচি অনুসারে বিভিন্ন শাখার পরিদর্শন/নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনকালে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং প্রসিডিউর এর নির্ধারিত চেকলিস্ট (পরিশিষ্ট "ঘ") -এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শাখার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পরীক্ষা করবে ও শাখার রেটিং নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট শাখার প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। এছাড়া, নিয়মিত বার্ষিক পরিদর্শন/নিরীক্ষা কর্মসূচির অতিরিক্ত কমপক্ষে ১০% শাখায় পৃথক পরিদর্শন কর্মসূচির আওতায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং প্রসিডিউর এর নির্ধারিত চেকলিস্ট (পরিশিষ্ট "ঘ") -এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শাখার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিপালনীয় বিষয়াদি পরীক্ষা করবে ও শাখার রেটিং নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে; এবং

(৩) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ পরিদর্শিত/নিরীক্ষিত শাখাসমূহের রেটিং সম্বলিত প্রতিবেদনের কপি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট বরাবরে প্রেরণ করবে।

৮.৩ কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটের করণীয় :

(১) কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত শাখা মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত পরিদর্শন/নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে বিবেচ্য ষান্মাসিকে পরিদর্শিত শাখাসমূহের চেকলিস্ট ভিত্তিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। উক্ত প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নের বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে :

(ক) মোট শাখার সংখ্যা এবং শাখা হতে প্রাপ্ত মোট সেল্‌ফ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টের সংখ্যা;

(খ) রিপোর্টকালে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শিত/নিরীক্ষিত শাখার সংখ্যা এবং শাখাসমূহের অবস্থা (শাখাওয়ারী প্রাপ্ত নম্বর);

(গ) প্রাপ্ত সেল্‌ফ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টে অধিক সংখ্যক শাখায় একই ধরনের যে সকল অনিয়মের বিষয় উল্লেখ রয়েছে তা উল্লেখপূর্বক ঐ সকল অনিয়ম রোধে কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা;

(ঘ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লিখিত সাধারণ ও বিশেষ অনিয়মসমূহ এবং ঐ সকল অনিয়ম রোধে কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত রিপোর্টে "অসন্তোষজনক" ও "প্রান্তিক" হিসেবে মূল্যায়িত শাখাসমূহের পরিপালন নিশ্চিতকরত রেটিং উন্নয়নকল্পে গৃহীত ব্যবস্থা ।

আলোচ্য প্রতিবেদনটি ১.৩(৬) এ উল্লিখিত প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হবে ।

(২) শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত শাখা মূল্যায়ন প্রতিবেদন যাচাই করে কোনো শাখায় ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে শাখাটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে হবে ।

৯। সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ (Prevention of Financing of Terrorism and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction) :

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন সংক্রান্ত রেজুলেশনসমূহের বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে :

(১) প্রত্যেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন সংক্রান্ত লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করার লক্ষ্যে একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দায়-

দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশনা জারি করবে, সময় সময় তা পর্যালোচনা করবে এবং বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করবে;

(২) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন সম্পর্কিত সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশ হবার সাথে সাথে উক্ত কর্মকান্ডের সাথে জড়িত কোনো ব্যক্তি বা সত্তার কোনো হিসাব পরিচালিত হয়ে থাকলে এ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবিলম্বে বিএফআইইউ বরাবরে প্রেরণ করতে হবে;

(৩) প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার হালনাগাদ তথ্য ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করবে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার সংজ্ঞা এ সার্কুলারের ২(২) অনুচ্ছেদে প্রদান করা হয়েছে;

(৪) প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কোনো রেজুলেশনের আওতায় বা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো ব্যক্তি বা সত্তার নামে অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অথবা কোনো সহযোগী ব্যক্তি বা সত্তার নামে হিসাব (আমানত/ঋণ) রয়েছে কিনা বা কোনো লেনদেন সংঘটিত হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করার জন্য নিয়মিত লেনদেন তদারকি করবে এবং প্রয়োজনে লেনদেন পর্যালোচনা করবে ও False Positive[১৬] সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করবে। তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অথবা কোনো সহযোগী ব্যক্তি বা সত্তার কোনো হিসাব (আমানত/ঋণ) বা লেনদেন[১৭] চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান উক্ত হিসাবের লেনদেন স্থগিত করে পরবর্তী কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য বিএফআইইউকে অবহিত করবে; এবং

(৫) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত রেজুলেশন ১৩৭৩ (২০০১) এর আওতায় বিদেশি সরকার বা বিদেশি এফআইইউ এর অনুরোধে বিএফআইইউ হতে প্রেরিত বা উক্ত রেজুলেশনের আওতায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো ব্যক্তি বা সত্তার সাথে হিসাব (আমানত/ঋণ) বা অন্য কোনো সম্পর্ক রয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত লেনদেন মনিটর করবে এবং প্রয়োজনে লেনদেন পর্যালোচনা করবে। তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো ব্যক্তি বা সত্তার কোনো হিসাব (আমানত/ঋণ) চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান উক্ত হিসাবের লেনদেন স্থগিত করে পরবর্তী কর্ম দিবসের মধ্যে বিস্তারিত তথ্য বিএফআইইউকে অবহিত করবে।

১০। নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ :

১০.১ নিয়োগ :

মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়নের ঝুঁকি নিরসনের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নোক্ত বিষয়াবলি বিবেচনা করবে :

(১) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ যাচাই প্রক্রিয়া (Screening Mechanism) অনুসরণ করবে; এবং

(২) কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটে উপযুক্ত সংখ্যক সম্যক বিষয়ে দক্ষ কর্মকর্তা পদায়ন করবে।

[১৬] False positive means a situation whereby a freeze action is taken on the basis of available information and upon further inquiry and receipt of additional clarifying information, such freeze action is determined not to be the correct course of action. An example is a freeze action taken on the basis of mistaken identity.

[১৭] আর্থিক হিসাব বা লেনদেন চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সকল প্রকার সেবা প্রদান বিবেচ্য হবে।

১০.২ প্রশিক্ষণ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা :

মানিলিন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রমের যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে :

(১) সকল কর্মকর্তাদের মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ[১৮] প্রদানের ব্যবস্থা করবে ;

(২) প্রধান এবং উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং/অথবা পেশাগত সনদ অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে; এবং

(৩) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য ও দলিলাদি সংরক্ষণ করবে।

১০.৩ শিক্ষণ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক :

মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে গ্রাহকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবে :

(১) আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের গ্রাহকদের হিসাব খোলার প্রাক্কালে যাচিত বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশ ও দলিলাদি দাখিলের যৌক্তিকতার বিষয়ে গ্রাহককে অবহিত করবে এবং মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে গ্রাহকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সময় সময় লিফলেট বিতরণ এবং প্রতিটি শাখার দৃশ্যমান স্থানে এ বিষয়ক পোস্টার স্থাপনের ব্যবস্থা করবে; এবং

(২) এছাড়াও মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ অন্যান্য মাধ্যমে এ বিষয়ক সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন, তথ্যচিত্র ইত্যাদি প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

১১। রেকর্ড এবং প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সংরক্ষণ :

(১) গ্রাহকের হিসাব (আমানত/ঋণ) সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয় তথ্য বা দলিলাদি হিসাব/ব্যবসায়িক সম্পর্ক বন্ধ হওয়ার তারিখ হতে অন্যূন ৫(পাঁচ) বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে;

(২) গ্রাহকের KYC সহ CDD প্রক্রিয়া সম্পাদনকালে সংগৃহীত সকল তথ্য ও দলিলাদি, হিসাব (আমানত/ঋণ) সংক্রান্ত দলিলাদি, ব্যবসায়িক পত্র যোগাযোগ এবং কোন গ্রাহকের বিষয়ে কোন প্রতিবেদন প্রণীত হলে এ সকল তথ্যাদি/দলিলাদি গ্রাহকের হিসাব/আমানত/ঋণ বন্ধ হওয়ার তারিখ হতে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

(৩) সংরক্ষিত তথ্যাদি অপরাধ কার্যক্রমের বিচারিক প্রক্রিয়ায় দালিলিক প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হতে হবে।

(৪) গ্রাহকের KYC সহ CDD প্রক্রিয়া সম্পাদনকালে গৃহীত সকল তথ্য ও দলিলাদি এবং লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য ও দলিলাদি বিএফআইইউ বা যথাযথ আদালতের আদেশে সংশ্লিষ্ট কোনো তদন্তকারী সংস্থার চাহিদা বা নির্দেশনা মোতাবেক সরবরাহ করবে।

(৫) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুসন্ধান বা তদন্ত সংশ্লিষ্ট হিসাব বা লেনদেনের তথ্য ও দলিলাদি মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

[১৮] উপযুক্ত প্রশিক্ষণ বলতে বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য বিভিন্ন ধরণের (Target Oriented) প্রশিক্ষণ এবং একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর Refresher Training কে বুঝাবে।

১২। অন্যান্য :

(১) নিম্নবর্ণিত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটার ব্যতীত ইতোপূর্বে বিএফআইইউ কর্তৃক ২৯/০৬/২০১৫ তারিখে জারীকৃত বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১২ এ বর্ণিত সকল নির্দেশনা এ সার্কুলার দ্বারা প্রতিস্থাপিত বলে গণ্য হবে;

সার্কুলার/সার্কুলার লেটার নং	জারির তারিখ	বিষয়
এএমএল সার্কুলার নং-২২	২১ এপ্রিল, ২০০৯	সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ জারি প্রসঙ্গে ।
বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার-০১	৩০ জানুয়ারি, ২০১২	বিএফআইইউ নামকরণ প্রসঙ্গে।
বিএফআইইউ সার্কুলার নং- ০২	১৫ মার্চ, ২০১২	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ও সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২ জারি প্রসঙ্গে ।
বিএফআইইউ সার্কুলার নং- ০৪	১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১২	আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য Guidance Notes on Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing জারীকরণ প্রসংগে ।
বিএফআইইউ সার্কুলার নং- ০৭	১৪ জুলাই, ২০১৩	সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ জারি প্রসঙ্গে।
বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার-০৩/২০১৫	০৯ এপ্রিল, ২০১৫	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৩ এবং সন্ত্রাস বিরোধী বিধিমালা, ২০১৩ জারি প্রসঙ্গে ।

(২) এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনাকালে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে আবশ্যিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নির্দেশনা, এ ইউনিট কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনা এবং এ সম্পর্কিত সব আইন বা বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে; এবং

(৩) এ সার্কুলারের নির্দেশনাসমূহ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযোজনী : বর্ণনা মোতাবেক (১০ পৃষ্ঠা)।

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
পরিচালক (বিএফআইইউ)
ফোন: ৯৫৩০১৭০

প্রতিলিপি নং-বিএফআইইউ(পলিসি)-০৩/২০২৩- ১১৯২ তারিখ ঃ উল্লিখিত

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১. গভর্নর মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২. ডেপুটি গভর্নর মহোদয়গণের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩. চিফ ইকোনমিস্ট/নির্বাহী পরিচালক মহোদয়গণের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪. নির্বাহী পরিচালক/ পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বগুড়া/সিলেট/বরিশাল/রংপুর/ময়মনসিংহ/ সদরঘাট,ঢাকা।
৫. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি, মিরপুর-২, ঢাকা।
৬. সকল বিভাগীয় প্রধান, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, মিরপুর-২, ঢাকা।
৮. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স কোম্পানীজ এসোসিয়েশন, (বিএলএফসিএ), সারা টাওয়ার, ১১/এ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

(মোঃ জয়নুল আবেদীন)
যুগ্মপরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৫৬৬৫০০১-৬/২০৩১৪

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম

প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) সম্পর্কিত তথ্যাদি

নাম	বাংলায় ঃ
	ইংরেজিতে ঃ
পদবি	
ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা থেকে কত ধাপ নিচের পদ	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	
এএমএল/সিএফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	
জন্ম তারিখ	
জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট নম্বর	
পিতার নাম	
মাতার নাম	
ঠিকানা	বর্তমান ঃ
	স্থায়ী ঃ
ফ্যাক্স নং	
ল্যান্ড ফোন নং	
মোবাইল ফোন নং	
ই-মেইল	

উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (DCAMLCO) সম্পর্কিত তথ্যাদি

নাম	বাংলায় ঃ
	ইংরেজিতে ঃ
পদবি	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	
এএমএল/সিএফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	
জন্ম তারিখ	
জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট নম্বর	
পিতার নাম	
মাতার নাম	
ঠিকানা	বর্তমান ঃ
	স্থায়ী ঃ
ফ্যাক্স নং	
ল্যান্ড ফোন নং	
মোবাইল ফোন নং	
ই-মেইল	

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফরম (KYC Profile Form) ঃ

১. হিসাবের নাম ঃ
২. হিসাবের ধরন ও নম্বর ঃ
৩. ইউনিক গ্রাহক আইডি কোড ঃ
৪. হিসাব পরিচালনাকারীর নাম ঃ

৫. জন্ম নিবন্ধন নম্বর.....ফটোকপি গৃহীত কিনা? ঃ হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৬. পাসপোর্ট নম্বর ..... ফটোকপি গৃহীত কিনা? ঃ হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৭. জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ..... ফটোকপি গৃহীত কিনা? ঃ হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৮. টিআইএন নম্বর.....ফটোকপি গৃহীত কিনা? ঃ হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৮. বিআইএন নম্বর.....ফটোকপি গৃহীত কিনা? ঃ হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৯. ভ্যাট রেজিঃ নম্বর ..... ফটোকপি গৃহীত কিনা? ঃ হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১০. ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর ..... ফটোকপি গৃহীত কিনা? ঃ হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১১. হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) সম্পর্কিত তথ্যাদি (কোম্পানির ক্ষেত্রে ২০% বা এর অধিক একক শেয়ারহোল্ডার এর বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক কেওয়াইসি সম্পাদন করতে হবে। এছাড়াও কোম্পানির নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ারহোল্ডার এর বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক কেওয়াইসি সম্পাদন করতে হবে। ব্যক্তিক হিসাবের ক্ষেত্রে হিসাবের অর্থের উৎস হিসাবধারী ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি হলে সে ক্ষেত্রে হিসাবের অর্থ যোগানদাতার কেওয়াইসি সম্পাদন করতে হবে) ঃ

.....

১২. প্রদেয় অর্থের উৎস কি? তহবিলের উৎস কিভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

.....

১৩. গ্রাহকের পেশার সাথে প্রদেয় অর্থের উৎস সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা ?

গ্রাহকের পেশার বিস্তারিত বর্ণনাপূর্বক সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করুন ঃ

১৪. রিস্ক গ্রেডিংঃ ☐ উচ্চ ☐ নিম্ন

মন্তব্যঃ

(মন্তব্য অংশে Subjective বিবেচনায় গ্রাহকের ঝুঁকি সম্পর্কে আবশ্যিকভাবে মন্তব্য করতে হবে। গ্রাহকের ঝুঁকি নিরূপণের ক্ষেত্রে গ্রাহকের পেশার বিস্তারিত ধারণা বিশ্লেষণকরত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের প্রকৃতি, অর্থের মাত্রা, ব্যবসায়ের এলাকা, ব্যবসায়ের আকার, হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী ইত্যাদিসহ অন্যান্য বিশেষ দিক বিবেচনায় নিয়ে গ্রাহককে উচ্চ বা নিম্ন ঝুঁকি সম্পন্ন হিসেবে শ্রেণিকরণ করতে হবে। চাকরির ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে বিস্তারিত ধারণা লাভকরত বিশেষ করে চাকরির প্রকৃতি ও দায় দায়িত্বের নিরিখে ঝুঁকি নিরূপণ করতে হবে। গ্রাহক উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিয়মিত তদারকি করতে হবে)

হিসাব খোলার কর্মকর্তা/রিলেশনশীপ ম্যানেজারের নাম, স্বাক্ষর (সীলসহ) ও তারিখঃ

অনুমোদনকারী কর্মকর্তার নাম, স্বাক্ষর (সীলসহ) ও তারিখঃ

১৫. হিসাব ও গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যাদি সর্বশেষ পর্যালোচনা/হালনাগাদ করার তারিখ ঃ

পর্যালোচনা/হালনাগাদকারী কর্মকর্তার নাম (সিলসহ) স্বাক্ষর ও তারিখঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম

---- শাখা।

শাখা কর্তৃক Self Assessment পদ্ধতির মাধ্যমে নিজস্ব অবস্থান নির্ণয়

প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখা মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনা ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালার আলোকে নিম্নবর্ণিত প্রশ্নমালার বিস্তারিত উত্তর প্রদানের মাধ্যমে Self Assessment পদ্ধতিতে নিজেদের অবস্থান নির্ণয় করবে ঃ

প্রশ্নমালা	যাচাইয়ের মানদন্ড	শাখার বর্তমান অবস্থা	গৃহীত কার্যক্রম বা সুপারিশ
১. শাখায় মোট কর্মকর্তার সংখ্যা কত (পদানুযায়ী)? কতজন কর্মকর্তা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ? (শতকরা হার)	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত রেকর্ড যাচাই করতে হবে।		
২. ক) শাখার মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) জ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ কিনা? বিগত দুই বছরে তিনি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি না? খ) শাখায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম যথানিয়মে পরিপালিত হচ্ছে এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে BAMLCO নির্দিষ্ট ও গ্রহণযোগ্য সময় পর পর এবং কার্যকর প্রক্রিয়ায় তদারকি ও পর্যালোচনা করে থাকেন কিনা?	BAMLCO কর্তৃক KYC কার্যক্রমের যথার্থতা তদারকি করা হয় কিনা? যথাযথভাবে লেনদেন পরিবীক্ষণ এবং সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন দাখিল (ইন্টারনাল রিপোর্টসহ) করা হয় কিনা? যথাযথভাবে রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয় কিনা? STR সনাক্তকরণে ব্যবস্থা নেয়া হয় কিনা?		
৩. BAMLCO সহ শাখার কর্মকর্তাগণ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনা ও ব্যাংকের নিজস্ব মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কাযে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত আছেন কি?	বিষয়টি যাচাইয়ের পদ্ধতি কী?		
৪. শাখা পর্যায়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয় কিনা?	সভার আলোচ্যসূচি সকলের অবগতির জন্য বণ্টন করা হয় কিনা? সভায় কী কী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে? সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত কিভাবে বাস্তবায়িত হয়?		
৫. সকল প্রকার হিসাব খোলা ও লেনদেন পরিচালনার ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন এবং সময়ে সময়ে বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা অনুসারে গ্রাহক পরিচিতি সন্তোষজনকভাবে গ্রহণ করা হয় কিনা ?	গ্রাহক পরিচিতির যথার্থতা কিভাবে যাচাই করা হয়? কিভাবে তা শাখায় সংরক্ষণ করা হচ্ছে? KYC সম্পাদনকালে গ্রাহকের তহবিলের উৎস যাচাই করা হয় কিনা? হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী		

প্রশ্নমালা	যাচাইয়ের মানদন্ড	শাখার বর্তমান অবস্থা	গৃহীত কার্যক্রম বা সুপারিশ
	(Beneficial Owner) সনাক্ত করা হয় কিনা এবং তা যাচাই এর প্রক্রিয়া সন্তোষজনক কিনা? উচ্চ ঝুঁকিবিশিষ্ট গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ঝুঁকির নিরিখে অতিরিক্ত তথ্য (EDD) সংগ্রহ করা হয় কিনা?		
৬. ঝুঁকির ভিত্তিতে শাখা তাদের গ্রাহকদের শ্রেণিবিন্যাস/শ্রেণিকরণ করে কিনা?	করে থাকলে এ পর্যন্ত কতটি উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হিসাব শাখায় খোলা হয়েছে? এ ধরনের হিসাব খোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে শাখা কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে?		
৭. বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত ঝুঁকি প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না?	এ বিষয়ক নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা? হলে উক্ত নীতিমালা শাখায় কিভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে?		
৮. শাখা গ্রাহকের KYC Profile এর তথ্য বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা মোতাবেক নির্দিষ্ট সময় পর পর পুনঃমূল্যায়নপূর্বক হালনাগাদ করে কিনা?	কী পদ্ধতিতে এরূপ মূল্যায়ন সম্পাদিত হয়ে থাকে?		
৯. সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর অধীন সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে শাখা কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে?	জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী কার্য ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার নামের তালিকা শাখায় সংরক্ষণ ও তদনুসারে হিসাব ও লেনদেন কার্যক্রম যাচাই করা হয় কিনা? শাখা এ বিষয়ক নিজস্ব কোনো Mechanism অনুসরণ করে কিনা? এরূপ কোনো ব্যক্তি বা সত্তার নামে শাখায় পরিচালিত হিসাবের (যদি থাকে) বিষয়ে বিএফআইইউ কে অবহিত করা হয় কিনা?		
১০. এ যাবৎ শাখা কর্তৃক কতগুলো সন্দেহজনক লেনদেন (STR) শনাক্ত করা হয়েছে?	শাখায় সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত করার কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় কিনা? শাখায় সন্দেহজনক লেনদেন দাখিলের জন্য Internal Reporting		

প্রশ্নমালা	যাচাইয়ের মানদন্ড	শাখার বর্তমান অবস্থা	গৃহীত কার্যক্রম বা সুপারিশ
	Mechanism চালু রয়েছে কিনা? শাখা পর্যায়ে নিস্পত্তিকৃত Internal Report সংরক্ষণ করা হয় কিনা?		
১১. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, সার্কুলার, প্রশিক্ষণ রেকর্ড, বিবরণী ও অন্যান্য এএমএল/সিএফটি সংক্রান্ত বিষয়াবলির আলাদা নথি শাখা কর্তৃক সংরক্ষণ করা হয় কিনা? আইন, সার্কুলার ইত্যাদির কপি শাখার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সরবরাহ করা হয় কিনা?	সংরক্ষিত হয়ে থাকলে হ্যাঁ অথবা না হয়ে থাকলে না, আংশিক হলে কী কী সংরক্ষিত আছে তা লিখুন।		
১২. বিএফআইইউ এর সার্কুলার অনুসারে শাখায় PEPs, প্রভাবশালী ব্যক্তি, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার কোন হিসাব সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা?	উত্তর হ্যাঁ হলে এই হিসাব খোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে কী কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে?		
১৩. আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিএফআইইউ-এর পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন বিষয়ক দুর্বলতা/অনিয়মসমূহ নিয়মিত করা হয়েছে কিনা?	না হয়ে থাকলে প্রতিবন্ধকতাসমূহ কী কী?		

শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ	শাখা ব্যবস্থাপকের নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

পরিশিষ্ট-ঘ

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ
আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রধান কার্যালয়

Independent Testing Procedure
শাখা পরিদর্শনের চেকলিস্ট

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনা ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালার আলোকে নিম্নলিখিত প্রশ্নমালার যথাযথ উত্তর (ডকুমেন্ট ভিত্তিক) অনুসারে স্কোর প্রদানপূর্বক শাখার মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রমকে মূল্যায়ন করবে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক শাখার উপর প্রণীত বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথক পরিদর্শন কর্মসূচির আওতায় শুধুমাত্র Independent Testing Procedure ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণীত হবে) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম মূল্যায়ন সংক্রান্ত আলাদা অধ্যায়ে সমুদয় বিষয়াদি সুপারিশসহ সন্নিবেশ করবে ।

(যাচাইয়ের মানদন্ড অনুসারে সম্পূর্ণরূপে পরিপালিত হলে সম্পূর্ণ স্কোর, আংশিক পরিপালনে আংশিক স্কোর এবং উত্তর নেতিবাচক হলে শূন্য স্কোর প্রদান করতে হবে।)

ক্রমিক নং	পরিদর্শন ক্ষেত্র	প্রশ্নমালা		যাচাইয়ের মানদন্ড	স্কোর	প্রাপ্ত স্কোর	মন্তব্য
১.	**শাখা পরিপালন ইউনিট**	১.	শাখায় একজন অভিজ্ঞ ও জ্যেষ্ঠ পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) রয়েছেন কি?	অফিস অর্ডার দেখুন। শাখার দ্বিতীয় কর্মকর্তা বা অভিজ্ঞ কোন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে BAMLCO মনোনীত করা সমীচীন হবে।	১		
		২.	বিগত দুই বছরে তিনি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কোন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন কি? মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনা ও গাইডেন্স নোটস এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট অবহিত কি?	সাক্ষাৎকার ও নথিপত্রের ভিত্তিতে যাচাই করুন।	২		
		৩.	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন এবং এর আওতায় জারীকৃত পলিসি এবং/অথবা নির্দেশনা যথানিয়মে পরিপালিত হচ্ছে- এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে BAMLCO নির্দিষ্ট ও গ্রহণযোগ্য সময় পর পর এবং কার্যকর প্রক্রিয়ায় তদারকি ও পর্যালোচনা করে থাকেন কি?	BAMLCO কর্তৃক তদারকি ও পর্যালোচনার প্রক্রিয়া যাচাই ও এর যথার্থতা পরীক্ষাপূর্বক মূল্যায়ন করুন।	৩		
		৪.	বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত ঝুঁকি প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? BAMLCO কর্তৃক শাখায় পরিচালিত উচ্চ ঝুঁকিযুক্ত হিসাবসহ সকল হিসাবের লেনদেন পরিবীক্ষণ পর্যাপ্ত কি?	মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত ঝুঁকি প্রতিরোধে শাখার গৃহীত পদক্ষেপ মূল্যায়ন করুন। BAMLCO কর্তৃক উচ্চ ঝুঁকিযুক্ত হিসাবসহ সকল হিসাবের লেনদেন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি যাচাই ও এর যথার্থতা পরীক্ষাপূর্বক মূল্যায়ন করুন।	৪		
		৫.	বিএফআইইউ এর সার্কুলার অনুসারে শাখায়	এ ধরনের হিসাব খোলা ও পরিচালনার	৩		

			PEPs, প্রভাবশালী ব্যক্তি, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার কোন হিসাব সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা?	ক্ষেত্রে বিএফআইইউ এর সার্কুলার অনুসারে সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করুন। তবে PEPs, প্রভাবশালী ব্যক্তি, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার কোন হিসাব না থাকলেও যদি বিএফআইইউ এর সার্কুলার এ প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বিদ্যমান থাকে তাহলে শাখা পূর্ণ নম্বর প্রাপ্ত হবে।			
		৬.	বিএফআইইউ প্রদত্ত সেলফ্ অ্যাসেসমেন্ট শাখা কর্তৃক কতটুকু সঠিক ও কার্যকরভাবে সম্পাদিত হচ্ছে?	শাখার সেলফ্ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট পর্যালোচনা করুন। সঠিক ও কার্যকরভাবে সেলফ্ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করুন।	৬		
২.	**মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ঝুঁকি প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা**	১.	শাখায় কতজন কর্মকর্তা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন?	১০০% কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হলে তা সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হবে। প্রশিক্ষণের হার অনুসারে নম্বর প্রাপ্ত হবে।	৩		
		২.	শাখার কর্মকর্তাগণ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনা ও গাইডেন্স নোটস এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত আছেন কি?	শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করুন।	৪		
		৩.	মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য একটি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শাখা ব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে কর্মকর্তাগণের সভা আয়োজন করা হয় কিনা?	সভার আলোচ্যসূচি সংগ্রহ ও এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করুন।	৫		
		৪.	বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা এবং ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত ঝুঁকি প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা?	কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যাচাই করুন।	৩		
৩.	**গ্রাহক পরিচিতি (KYC) নিরূপণ পদ্ধতি**	১.	সকল প্রকার হিসাব খোলা ও লেনদেন পরিচালনার ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন এবং বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলারের নির্দেশনা অনুসারে গ্রাহক পরিচিতি সন্তোষজনকভাবে গ্রহণ করা হয় কিনা ?	প্রত্যেক ধরনের ৪/৫ টি হিসাবের নমুনা পরীক্ষা করুন। নিম্নোক্ত বিষয়ে সন্তুষ্টিসাপেক্ষে নম্বর প্রদান করুনঃ গ্রাহক পরিচিতির যথার্থতা কিভাবে যাচাই করা হয়? কিভাবে তা শাখায় সংরক্ষণ করা হচ্ছে? KYC সম্পাদনকালে গ্রাহকের তহবিলের উৎস যাচাই করা হয়েছে কিনা? হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) সনাক্ত করা হয়েছে কিনা এবং তা যাচাই এর প্রক্রিয়া সন্তোষজনক কিনা? উচ্চ ঝুঁকিবিশিষ্ট গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ঝুঁকির নিরিখে অতিরিক্ত তথ্য (EDD) সংগ্রহ করা হয় কিনা?	৬		

		২.	বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলারের নির্দেশনা অনুসারে শাখা যথাযথভাবে ঝুঁকির ভিত্তিতে তাদের গ্রাহকদের শ্রেণিবিন্যাস/ শ্রেণিকরণ করে কি?	বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলারের নির্দেশনা পরিপালিত হয় কিনা যাচাই করুন।	৬		
		৩.	উচ্চ ঝুঁকিবিশিষ্ট গ্রাহকদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয় কি?	কী ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং তা যথেষ্ট কিনা পরীক্ষা করুন।	৫		
		৪.	শাখা কি গ্রাহকের KYC Profile নির্দিষ্ট সময় পর পর পুনঃমূল্যায়নপূর্বক হালনাগাদ করে থাকে?	KYC Profile পুনঃমূল্যায়ন ও হালনাগাদ পদ্ধতি মূল্যায়ন করুন।	৫		
৪.	**সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর পরিপালন**		সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর অধীন সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে শাখা কী ধরনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে?	নিম্নোক্ত বিষয়ে সন্তুষ্টিসাপেক্ষে নম্বর প্রদান করুনঃ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী কার্য ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার নামের তালিকা শাখায় সংরক্ষণ ও তদনুসারে হিসাব ও লেনদেন কার্যক্রম যাচাই করা হয় কিনা? শাখা এ বিষয়ক নিজস্ব কোনো Mechanism অনুসরণ করে কিনা? এরূপ ব্যক্তি বা সত্তার নামে শাখায় পরিচালিত হিসাবের (যদি থাকে) বিষয়ে বিএফআইইউ কে অবহিত করা হয় কিনা ?	৫		
৫.	**সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন (STR) ও নগদ লেনদেন প্রতিবেদন (CTR)**	১.	শাখার কর্মকর্তাগণ সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন (STR) সম্পর্কে অবহিত আছেন কি?	শাখায় সন্দেহজনক লেনদেন দাখিলের জন্য Internal Reporting Mechanism চালু আছে কিনা? তা সকল কর্মকর্তা জানেন কিনা?	৫		
		২.	শাখায় মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিতকরণের কার্যকর পদ্ধতি চালু আছে কি? এ যাবৎ কতগুলো সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন (STR) BAMLCO কর্তৃক CCU এর নিকট রিপোর্ট করা হয়েছে?	শাখায় সন্দেহজনক লেনদেন সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও যদি BAMLCO কর্তৃক CCU এর নিকট কোনো STR না করা হয়ে থাকে তাহলে তা অসন্তোষজনক বিবেচিত হবে। নথি ও সিস্টেম পরীক্ষা করে শাখায় STR সনাক্তকরণের জন্য কোনো পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করুন। নিম্নোক্ত বিষয়ে সন্তুষ্টি সাপেক্ষে নম্বর প্রদান করুনঃ শাখায় সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত করার কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় কিনা? শাখা পর্যায়ে নিষ্পত্তিকৃত Internal Report যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় কিনা?	৪		
		৩.	শাখা কর্তৃক যথাযথ ও সঠিকরূপে নগদ লেনদেন প্রতিবেদন (CTR) করা হয় কিনা?	এতদ্‌সংক্রান্ত নথি পরীক্ষা করুন। (কমপক্ষে এক মাসের নগদ লেনদেন) ক্যাশ রেজিস্টার/বিবরণী হতে পরীক্ষা করুন এবং এর ভিত্তিতে ঐ মাসে	২		

				দাখিলকৃত নগদ লেনদেন প্রতিবেদন পরীক্ষাপূর্বক নগদ লেনদেন প্রতিবেদন দাখিলের সঠিকতার বিষয়ে মূল্যায়ন করুন।			
৬.	**CCU বরাবর বিবরণী দাখিল**	১.	শাখা কর্তৃক কতটি বিবরণী CCU বরাবর দাখিল করা হয়েছে? শাখা কি যথাসময়ে বিবরণী দাখিল করে?	এতদ্‌সংক্রান্ত নথি পরীক্ষা করুন। বিলম্বে অথবা বিবরণী দাখিল না করলে তা অসন্তোষজনক বিবেচিত হবে।	৩		
		২.	শাখা কর্তৃক নিয়মিতভাবে সেল্‌ফ অ্যাসেসমেন্ট করা হয় কিনা? প্রস্তুতকৃত বিবরণী যথাযথ কিনা?	এতদ্‌সংক্রান্ত বিবরণী পরীক্ষা করুন। তথ্যাদি সঠিক ও পরিপূর্ণ না হলে তা অসন্তোষজনক বিবেচিত হবে।	৩		
৭.	**রেকর্ড সংরক্ষণ**	১.	গ্রাহক পরিচিতি (KYC) এবং লেনদেন সম্পর্কিত রেকর্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণের বিধান আছে কি?	৫টি বন্ধ হিসাব পরীক্ষা করুন। এক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন এর বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা যাচাই করুন।	৪		
		২.	নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা CCU এর চাহিদা মোতাবেক রেকর্ডসমূহ সরবরাহ করা হয় কি?	এতদ্‌সংক্রান্ত নথি পরীক্ষা করুন। যথাসময়ে ও যথাযথ তথ্য সরবরাহ না করলে তা অসন্তোষজনক বিবেচিত হবে।	৩		
৮.	**AML/CFT সম্পর্কিত শাখার সার্বিক কার্যক্রম**	১.	শাখা ব্যবস্থাপক (BAMLCO না হলে) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মসূচি বাস্তবায়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করে কি?	শাখায় আয়োজিত সভার আলোচ্যসূচি ও শাখা ব্যবস্থাপকের সাথে সাক্ষাৎকার এবং এ বিষয়ে শাখার পরিপালন অবস্থার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করুন।	৫		
		২.	পূর্ববর্তী অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ নিরীক্ষা প্রতিবেদন পরীক্ষাকালে AML/CFT বিষয়ক কোনো অনিয়ম ও দুর্বলতার উল্লেখ আছে কিনা এবং শাখা কোনো সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কিনা?	সর্বশেষ নিরীক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট পরীক্ষা করুন এবং কী ধরনের সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাচাই করুন।	৪		
		৩.	শাখার সার্বিক কার্যক্রম সন্তোষজনক কি?	শাখার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম এবং শাখা ব্যবস্থাপকের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করুন।	৬		

শাখার সার্বিক মূল্যায়ন ঃ

স্কোর	রেটিং
৯০$^{+}$-১০০	**শক্তিশালী (Strong)**
৭০$^{+}$-৯০	**সন্তোষজনক (Satisfactory)**
৫৫$^{+}$-৭০	**মোটামুটি ভাল (Fair)**
৪০$^{+}$-৫৫	**প্রান্তিক (Marginal)**
৪০ ও এর নিচে	**অসন্তোষজনক (Unsatisfactory)**